بسم الله الرحمن الرحيم

Phone: (202) 244-0183
Fax : (202) 244-2771/7830
E-mali: bdoot_pwash@yahoo.com
Website : www.bdembassyusa.org

EMBASSY OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
3510 International Drive, NW
Washington, D.C. 20008

তারিখ : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪

প্রকাশিত খবরের বিষয়ে বাংলাদেশ দূতাবাসের বক্তব্য

বিগত ২৯ আগস্ট ২০১৪ তারিখ 'ঠিকানা' পত্রিকার প্রথম পাতায় লিড নিউজ আকারে প্রকাশিত "জাতিসংঘকে বছরে ২০০ কোটি টাকা খাজনা দেবে বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রতিবেদনটি অত্র দূতাবাসের গোচরীভূত হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রকাশিত প্রতিবেদনে জাতিসংঘের নিকট খাজনা প্রদান সংক্রান্ত যেসকল তথ্য দেয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং 'জাতিসংঘ সমুদ্র আইন'-এর প্রযোজ্য বিধানসমুহের অপব্যাখ্যা ব্যতিত আর কিছু নয়। বিষয়টির গুরুত্ব ও স্পর্শকাতরতা বিবেচনায় দূতাবাস সম্মানিত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যাটি প্রদান করছেঃ

বস্তুতঃ ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে রাষ্ট্রীয় অধিক্ষেত্র ভুক্ত মহীসোপান এলাকায় অজৈব তথা খনিজ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিসমূহ জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন তথা UNCLOS ১৯৮২ এর অনুচ্ছেদ ৮২-তে বর্ণিত রয়েছে (সংযুক্ত)। উক্ত অনুচ্ছেদে বলা আছে, যে কোন সমুদ্র উপকূলবর্তী রাষ্ট্র তার এখতিয়ারভুক্ত মহিসোপান এলাকায় খনিজসম্পদ আহরণ করতে চাইলে International Seabed Authority-র মাধ্যমে নিম্নলিখিত শর্তে বার্ষিক হারে চাঁদা প্রদান করবে -

১। মহীসোপানের নির্দিষ্ট সাইটে খনিজ সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়া শুরুর ৫ বছর পর থেকে চাঁদা প্রদানের বাধ্যবাধকতা শুরু হবে;

২। উৎপাদনের ষষ্ঠ বছরে উক্ত চাঁদার পরিমাণ হবে সামগ্রিক উৎপাদনের ১ শতাংশ যা প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বাদশ বছরে গিয়ে সর্বাধিক ৭ শতাংশে পৌঁছুবে এবং তারপর হতে ৭ শতাংশেই স্থির থাকবে;

৩। যে সকল রাষ্ট্র খনিজ সম্পদের নেট আমদানিকারক, সে সকল রাষ্ট্র কে উক্ত চাঁদা প্রদান করতে হবে না;

৪। International Seabed Authority-র মাধ্যমে সংগৃহিত এই চাঁদা পরবর্তীতে আনক্লসের রাষ্ট্রপক্ষের মধ্যে বিদ্যমান developing, least developed ও land-locked দেশসমুহের মাঝে equitable sharing নীতিমালার ভিত্তিতে বণ্টন করা হবে।

উল্লিখিত বিধান থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, বাংলাদেশকে চলতি বছর থেকেই জাতিসংঘের নিকট অনুমান নির্ভর ২০০ কোটি টাকা চাঁদা দিতে হবে বলে প্রতিবেদনে যা বলা হয়েছে, তা মোটেও সত্য নয়। ২০০ নটিক্যাল মাইলের বাইরে মহীসোপান এলাকায় খনিজ সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়া শুরুর পর মূল উৎপাদণে যাবার ৫ বছর পর হতে কেবল এ চাঁদা প্রদানের বাধ্যবাধকতা অনুভুত হবে। খনিজ সম্পদের নেট আমদানিকারক হিসেবে বাংলাদেশ-কে এ চাঁদা নাও দিতে হতে পারে। বরং least developed country হিসেবে বাংলাদেশ হতে পারে এই বিধানের মাধ্যমে প্রস্তাবিত সুবিধার অংশীদার। এ বিষয়ে আরো উল্লেখ্য, এ যাবত কোন রাষ্ট্রই জাতিসংঘ বা এর কোন অংগ সংস্থা-র নিকট এ সংক্রান্ত কোনরূপ চাঁদা প্রদান করেনি কেননা গভীর সমুদ্র তলদেশ তথা মহীসোপান এলাকায় খনিজ সম্পদ আহরণ একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ বিনিয়োগ যেখানে প্রয়োজন বিশাল অংকের পুঁজি এবং উচ্চমানের কারিগরি দক্ষতা।